## (খ) ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির আগমন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের প্রধানতম বিচার্য বিষয় হ'ল মহাজোট (Grand alliance) এর অবসান এবং দু'টি পরস্পর-বিরোধী শক্তি শিবিরের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধের উন্মেষ। অবশ্য যুদ্ধকালীন মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গ পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে তেমন উদ্বিগ্ন ছিলেন না। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের (অক্টোবর) কুইবেক সম্মেলনের প্রাক্কালে মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে যুদ্ধাবসানে জার্মানির পরাজয়ের পর ইওরোপ মহাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হবে এবং এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী হবে (Since without question she will dominate Europe on the defeat of the Axis it is even more essential to develop and maintain the most friendly relations with Russia)। মার্কিন কূটনৈতিক মহলে এমন ধারণাও হয়েছিল যে প্রাক্-যুদ্ধ সময়কালে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ধারাবাহিক সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাবের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার মনে পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি সন্দেহভাব দূর হয়নি। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ইয়াল্টা ও পোটস্‌ডাম সম্মেলনে ব্রিটেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হয়েছিল এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে নতুন বিশ্বগঠনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়। কর্ডেল হাল (মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব) আশাব্যঞ্জক সুরে মন্তব্য করেছিলেন—"There will no longer be the need for spheres of influence, for alliances, balance of power, or any other of the special arrangements through which in the unhappy past, the nations strove to safeguard their security or promote their interest."

সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই একেবারে শুরুতে সংঘাতে যেতে চায় নি। যদিও সোভিয়েত কর্ণধার স্টালিন সোভিয়েত জনগণকে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ার পক্ষে কোনরকম ঝুঁকি

নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই যুদ্ধকালীন সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মার্কিন সেনার সংখ্যা ছিল ৩.৫ মিলিয়ন। এই সংখ্যা ৪ লক্ষে হ্রাস পেল। যুদ্ধাবসানে মার্কিন সেনাবাহিনী আর বিদেশে থাকতে রাজী ছিল না।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করায় উষ্ণ যুদ্ধের অবসান ঘটে আর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ঐতিহাসিক নীতি ঘোষণার মাধ্যমে ঠাণ্ডা লড়াই-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অন্তর্বর্তী আঠোরো মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আলোচ্য সময়ে পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত রাশিয়া প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনে সক্ষম হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কি নীতি অনুসরণ করা উচিত সে বিষয়ে তিনটি পৃথক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রথমত, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কঠোর সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি যুদ্ধাবসানে ইওরোপ থেকে মার্কিন সেনা অপসারণের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথভাবে রাশিয়াকে ইয়ল্টা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে অর্থাৎ, পূর্ব ইওরোপে স্বাধীন অবাধ নির্বাচন ও পূর্ব-জার্মানী থেকে রুশ সেনা অপসারণ করতে বাধ্য করা হবে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার্চিলের এই জঙ্গী মনোভাব মেনে নিতে রাজী হয়নি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে মিসৌরী প্রদেশের ফালটনে ওয়েস্ট মিনস্টার কলেজে সম্মানসূচক ডিগ্রী গ্রহণকালে ভাষণ দান করেন তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসী দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা সম্পর্কে সাবধান করে দেন এবং এই পরিস্থিতিতে যৌথ ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে—এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এগোতে হবে। চার্চিল তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে মন্তব্য করেছিলেন—"A shadow has fallen upon the scenes so lately lighted by the allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist international organisation intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive or proselytising tendencies...From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent." উত্তরে বালটিক সাগর তীরে অবস্থিত স্টেটিন থেকে দক্ষিণে এড্রিয়াটিক উপসাগরের ট্রিস্ট পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন এক কালো লৌহ যবনিকার অন্তরালে আচ্ছাদিত।

*চার্চিলের সুবিখ্যাত ফালটন বক্তৃতা*

চার্চিলের জঙ্গী সোভিয়েত বিরোধিতার ঠিক বিপরীত মেরুতে ছিলেন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হেনরি ওয়ালেস। ওয়ালেস-এর বক্তব্য হ'ল চার্চিলের জঙ্গীপনা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘোর বৈরীতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওয়ালেস মনে করেন পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি পাশ্চাত্য মহলে গর্হিত কাজ মনে হ'লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেও জাপান ও পশ্চিম জার্মানিতে অধিকৃত অঞ্চলে অনুরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাঁর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত বেশী অনমনীয় হবে, তার প্রতিক্রিয়ারূপে রাশিয়াও তত বেশী অনমনীয় হয়ে উঠবে। তাই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওয়ালেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সহাবস্থানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন।

মার্কিন সরকার ও জনমতের কাছে উপরোক্ত দু'টি পরস্পর-বিরোধী অবস্থানের কোনটাই কাম্য ছিল না। সরকারী মহলে ক্রমশ এই ধারণা সৃষ্টি হ'ল যে এখন আর সোভিয়েত

রাশিয়াকে অহেতুক প্রশ্রয় দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে হ'লে রাশিয়াকে সাধ্যমত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বার্নেস (James Byrnes) এই মনোভাবকে "ধৈর্য ও দৃঢ়তার নীতি" (Policy of firmness and patience) বলেছেন।

**ট্রুম্যান ঘোষণা ও বেষ্টনী নীতির সূচনা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। একদিকে পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিম ইওরোপে ফ্রান্স ও ইতালিতে কমিউনিস্টদের তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। সুদূর-প্রাচ্যে চীনে কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদীদের কোণঠাসা করে ফেলে। এরকম উদ্বেগজনক অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের সংলগ্ন গ্রীস ও তুরস্কের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মার্কিন নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। তাই গ্রীস ও তুরস্ক এই দু'টি অঞ্চলে উনিশ শতক থেকে ব্রিটিশ রাজনীতি সক্রিয় ভূমিকা নিলেও, তার চিরায়ত দায়িত্ব প্রতিপালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে।

*গ্রীস ও রোমে সাম্যবাদী তৎপরতা*

ইতিমধ্যে তুরস্ক ও গ্রীসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যুদ্ধের পর রাশিয়া তুরস্ক সরকারের কাছে এক গুচ্ছ দাবি পেশ করে এবং ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সংযোগকারী প্রণালীর ওপর কর্তৃত্ব চায়। কিন্তু তুরস্ক সরকার সোভিয়েত দাবি অগ্রাহ্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূমধ্যসাগরে নৌবহর পাঠালে রাশিয়া সংযত হ'তে বাধ্য হয়। ঠিক একই সময়ে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গ্রীসে ক্ষমতাসীন রাজতন্ত্র অনুগামী দক্ষিণপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয় এবং পার্শ্ববর্তী যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য লাভ করে। এইভাবে গ্রীসে এক গৃহযুদ্ধ-জনিত পরিস্থিতি হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, গ্রীসের রাজনীতি পোল্যাণ্ডের মত পাশ্চাত্য পন্থী ও সোভিয়েত পন্থী শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তবে গ্রীসের পরিস্থিতিতে দু'টি পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রথমত, গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থান পোল্যাণ্ডের সমগোত্রীয় নয়। পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্ত ছিল সংলগ্ন, তাই পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত প্রভাব স্থাপন সহজতর ছিল; কিন্তু গ্রীস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সন্নিহিত হওয়ায় এখানে ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটিগুলি থেকে সতর্ক প্রহরা দেওয়া সম্ভবপর ছিল। দ্বিতীয়ত, স্টালিন গ্রীসে কমিউনিস্ট বিদ্রোহে কোন সহায়তাদান করেন নি, বরং তিনি গ্রীসের কমিউনিস্টদের ব্রিটিশ সমর্থিত ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দেশ দেন। গ্রীসে স্টালিনের সতর্ক নীতি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে স্টালিন পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার সন্নিহিত অঞ্চল ভিন্ন অন্যত্র সাম্যবাদ প্রসারের বিষয়ে ততটা আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া, যুদ্ধকালীন সময়ে গ্রীসকে পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন অঞ্চল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাই স্টালিন ঐ অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরাগভাজন হ'তে চান নি। প্রসঙ্গত বলা যায়, এতদিন পর্যন্ত ব্রিটেন গ্রীসকে সহায়তা দান করে এসেছিল, বারংবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমন সাড়া দেয়নি। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে দেখা গেল গ্রীসের গৃহযুদ্ধের আশু উপশমের সম্ভাবনা নেই এবং দীর্ঘব্যাপী আর্থিক সাহায্য না পেলে রাজতন্ত্রী সরকারের পক্ষে সাম্যবাদী গেরিলা আক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব হবে না। মার্কিন কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দল যুদ্ধাবসানে অন্যত্র মার্কিন হস্তক্ষেপ না করার দাবি জানাতে থাকে। কিন্তু ব্রিটেনের আর্থিক দুরাবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যে তার পক্ষেও গ্রীসে অর্থনৈতিক সহায়তা অব্যাহত রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

এমনই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে এক জরুরী বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দেয় যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চের পর গ্রীস অথবা তুরস্কে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এমনকি গ্রীসে অবস্থিত ৪০,০০০ ব্রিটিশ সৈন্যকে সরিয়ে আনতে হবে। অধ্যাপক উইলিয়াম কেলর (Keylor) এই ব্রিটিশ বার্তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম লগ্নের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন (In this dramatic diplomatic communication the Government of the greatest empire the world has ever seen conceded the beginning of its demise—TheTwentieth Century World, পৃঃ২৭১)। ব্রিটিশ বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দু'টি বিকল্প পথ খোলা ছিল—(১) ঐ অঞ্চলে ব্রিটেনের বিকল্প শক্তি রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ অথবা (২) নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবাধ আধিপত্যের সুযোগ দেওয়া। আশ্চর্যের কথা ব্রিটেনের অসামর্থ্য প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদৃঢ় সোভিয়েত-বিরোধী নীতি ঘোষণা করে। বস্তুতপক্ষে কিছুকাল ধরেই মার্কিন প্রশাসন সুদৃঢ় হস্তক্ষেপ নীতি ঘোষণার প্রস্তুতি করছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে নমনীয় নীতির মুখ্য প্রবক্তা হেনরী ওয়ালেসকে অপসারিত করা হয়। পররাষ্ট্র সচিব জেমস বার্নেস-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন জেনারেল জর্জ মার্শাল। এছাড়া মার্কিন কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দল ছিল কট্টর সাম্যবাদ-বিরোধী। তাই সাম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য কোন বিধিব্যবস্থা গ্রহণে তাদের আপত্তি ছিল না। পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল মানবতাবাদের যুক্তি দেখিয়ে হস্তক্ষেপ নীতির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ডীন এ্যাকিসন দুর্বার সোভিয়েত সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে হুংকার জানিয়ে বলেছিলেন একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মম অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করতে পারে।

*ব্রিটেনের জরুরী বার্তা*

অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গ্রীস ও তুরস্কে মার্কিন সহায়তাদানের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ সময় তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে ব্যাপকতর মানবিক ও আদর্শগত যুক্তি দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে, সমগ্র বিশ্ব এখন দু'টি পরস্পর-বিরোধী জীবনচর্যা দ্বারা পরিচালিত। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্ব হ'ল মুক্ত জাতিগুলির রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা ও মুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখা। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় নীতি হ'ল যে সমস্ত মুক্ত জাতি সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের আক্রমণ অথবা বিদেশী চাপের প্রতিরোধে নিয়োজিত তাদের যথাযথ সমর্থন জানানো। ট্রুম্যান মন্তব্য করেছিলেন "I believe that it must be the policy of the United States to support from people who are resisting attempted Subjugation by armed minorities, or by outside pressure"। ট্রুম্যানের এই ঘোষণা 'ট্রুম্যান সূত্র' (Truman Doctrine) নামে পরিচিত। ট্রুম্যান গ্রীস ও তুরস্কের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেন। সুতরাং দেখা যায়, ট্রুম্যান ঘোষণার দু'টি সুস্পষ্ট দিক ছিল—একটি আপাত প্রয়োগের দিক, অন্যটি একটি বিশ্বজনীন তাত্ত্বিক নীতির অবতারণা। ৪০০ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রীস ও তুরস্কে দায়িত্ব পালনে সমর্থ হ'ল এবং ঐ দু'টি দেশেই সাম্যবাদী তৎপরতা প্রশমিত হ'ল।

**ট্রুম্যান নীতির গুরুত্ব ঃ** ট্রুম্যান নীতি যুদ্ধোত্তর মার্কিন ও বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী দিকচিহ্ন নামে পরিচিত। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌল চরিত্র ছিল নিষ্ক্রিয়তা ও নির্লিপ্ততা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নির্লিপ্ত

মনোভাব বজায় রাখে। যুদ্ধের সময় (১৯৪১-৪৫ খ্রীঃ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাসক্ত মনোভাব কাটিয়ে ওঠে। এরপর পুনরায় নিষ্ক্রিয় নীতিতে প্রত্যাবর্তন করার কথা ভাবছিল। কিন্তু ট্রুম্যান ঘোষণার ফলে এক বিশ্বজনীন সক্রিয় হস্তক্ষেপমুখী পররাষ্ট্রনীতির অবতারণা হয়। বিগত এক দশক ধরেই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির হস্তক্ষেপধর্মী সক্রিয় নীতির ধারা অব্যাহত আছে। তবে, ট্রুম্যান নীতির ঘোষণা বিশ্বরাজ নীতিতে এক সংঘাতপূর্ণ মাত্রা সংযোজিত করেছে। হক যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বরাজনীতি ঠাণ্ডা যুদ্ধের খাতে প্রবাহিত হ'ল। তাই ট্রুম্যান ঘোষণাকে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা চলে।

## (গ) মার্কিন বেষ্টনী নীতির ভিত্তি

বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ্ জর্জ কেন্নান (George Kennan) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধমূলক নীতির প্রধানতম প্রবক্তা রূপে পরিচিত। কেন্নান যুদ্ধকালীন সময়ে রাশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতরূপে বহাল ছিলেন। সে সময় কেন্নান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে ৮০০০ শব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রাম পাঠান। ঐ টেলিগ্রামে তিনি স্টালিনের যুদ্ধোত্তর সম্প্রসারণবাদী রণকৌশল সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতি নির্ধারক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ট্রুম্যান নীতির খসড়া রচনায় তিনি ও সহকারী পররাষ্ট্রসচিব এ্যাকিসন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কেন্নান তাঁর 'স্মৃতিচারণ' (Memoris, 1925-50) ও 'American Diplomacy, 1900-1958' এই দু'টি গ্রন্থে বেষ্টনী নীতির প্রেক্ষাপট ও তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। কেন্নান সোভিয়েত সম্প্রসারণের চরিত্র সম্পর্কে দু'টি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রথমত, যেহেতু সোভিয়েত নীতি নির্ধারণের মৌল উপকরণ হ'ল সাম্যবাদী মতাদর্শ, সাম্যবাদের পীঠস্থান রাশিয়া কোনমতেই পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে রাজী হবে না। দ্বিতীয়ত, মার্কিন-সোভিয়েত সংঘাত কোন আপাত ক্ষণস্থায়ী বিষয় নয়—এর জন্য রাশিয়ার কোন পরিকল্পিত নির্দিষ্ট সময়-সারণি নেই। কি অনুকূল কি প্রতিকূল সব পরিস্থিতিতেই রাশিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রী সংঘাতে লিপ্ত হবে (Being under the compulsion of no time-table, it does not get panicky.... Its political action is a fluid stream which moves constantly, wherever, it is permitted to move, towards a given goal")।

# (ক) ইওরোপে মার্কিন বেষ্টনী নীতির রূপায়ণ (১৯৪৭-৪৯ খ্রীঃ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির চরিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। দীর্ঘ এক শতকব্যাপী মূলত বিচ্ছিন্নতাবাদী নির্লিপ্ত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজনীন শক্তির পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। ট্রুম্যান ঘোষণা (১৯৪৭ খ্রীঃ, মার্চ) এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্যোতক ছিল। ট্রুম্যান নীতির সূত্র ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদ-বিরোধী বেষ্টনী নীতি (Policy of Containment)-র রূপায়ণে সচেষ্ট হয়। ইওরোপ মহাদেশ ছিল এই বেষ্টনী নীতির রূপায়ণের প্রথম কেন্দ্রস্থল—কেননা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এখানে সোভিয়েত সম্প্রসারণের আশঙ্কাবোধ ঘনীভূত হয়েছিল। বেষ্টনী নীতির রূপায়ণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক এই দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ : (১) পশ্চিম ইওরোপের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি, (২) সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণ থেকে পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিরাপত্তা সংরক্ষণ। মার্শাল পরিকল্পনা প্রথম উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এক পারস্পরিক আর্থিক সহায়তা কর্মসূচীর রূপরেখা উপস্থাপিত করে—অন্যদিকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি যৌথ সামরিক ব্যবস্থা গঠিত হয় যা উত্তর আতলান্টিক চুক্তি সংস্থা বা ন্যাটো (NATO) নামে পরিচিত। এই দুটি ব্যবস্থা পশ্চিম ইওরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রচনা করে অর্থাৎ ইওরোপীয় রাজনীতি ও মার্কিন রাজনীতি একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

**মার্শাল পরিকল্পনা : পটভূমি ও প্রয়োগ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পশ্চিম ইওরোপে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উৎপাদন সঙ্কুচিত হয় এবং অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুরাবস্থা নেমে আসে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপর্যয়কর শীত ইওরোপে কয়লা উৎপাদনকে একেবারে স্তব্ধ করে দেয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী নাগাদ ব্রিটেনের প্রায় অর্ধেক কলকারখানা অকেজো হয়ে পড়ে। এই শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। ফ্রান্স ও ইতালির রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের প্রভাব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এমনকি ফ্রান্সে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের একটি যৌথ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর শতকরা আশিভাগকে নিজ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির অর্থসঙ্কট নিরসনের একমাত্র পথ ছিল বাইরে থেকে খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করা। কিন্তু ডলারের অভাবে এই সম্ভাবনা ছিল অবাস্তব।

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। যদি পরিস্থিতির উন্নতি না করা যায়, তাহলে সমগ্র পশ্চিম ইওরোপে সাম্যবাদী রাজনীতির প্রসার প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ইওরোপে সাম্যবাদের প্রসার ঘটলে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে এবং সমগ্র ইওরোপ সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হবে। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষাকে ইওরোপীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বাধ্য হ'ল। একমাত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি পশ্চিম ইওরোপে আর্থিক সহায়তা দান করে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

**মার্শালের ঐতিহাসিক ঘোষণা ঃ** অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্কিন সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ডীন অ্যাকিসন (Achesan) ব্যাখ্যা করেন। দ্বিধাবিভক্ত ইওরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে অ্যাকিসন মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জর্জ সি মার্শাল হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে ইওরোপে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে মার্কিন নীতি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কোন বিশেষ দেশ বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে নয়। এই নীতি সার্বিকভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। এর লক্ষ্য হবে, বিশ্বে এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থাপন যার দ্বারা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে। মার্শাল তাঁর ভাষণে সাময়িক অর্থনৈতিক সহায়তা কর্মসূচীর পরিবর্তে ইওরোপীয় অর্থনৈতিক অখণ্ডতার প্রস্তাব পেশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি অখণ্ড ও সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপন যা বিশ্বের বাজারী অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাঁর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সব সরকার, রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী মানুষের সমস্যা বজায় রেখে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা লাভের উদ্যোগ নিবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরোধিতা করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন প্রস্তাবকে সহজভাবে মেনে নেবে না বুঝতে পেরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে আর্থিক পরিকল্পনার বাইরে রাখতে চায় নি। তবে এই পরিকল্পনায় অংশ নিতে হ'লে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে এবং অখণ্ড ইওরোপীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

**সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া ঃ** বস্তুতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে মার্শাল পরিকল্পনার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। মার্শাল পরিকল্পনা প্রকৃত অর্থে ছিল ট্রুম্যান নীতির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ। ট্রুম্যান তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে মার্শাল পরিকল্পনাকে একই আখরোটের দু'টি ভাগ (two-halves of the same Walnut) বলে মন্তব্য করেছিলেন। একথা সত্য, মার্শালের ঐতিহাসিক ভাষণে সচেতনভাবে কমিউনিজম কথাটি উল্লেখ করা হয় নি, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তা পরিচালিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছিল। তাই কমিউনিস্টরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করলে তাদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও হতাশার পৃষ্ঠপোষকরূপে তুলে ধরা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে পূর্বশর্ত মেনে নিয়ে মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্গত হ'তে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু প্রকারান্তরে এই শর্তের মাধ্যমে সুকৌশলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের অর্থনীতিতে মার্কিন অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের পথ খোলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই গূঢ় অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই ১৯৪৭-এর জুনে প্যারিসে পরিকল্পনা সংক্রান্ত সম্মেলনে প্রাথমিক আলোচনার জন্য সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভি. এম. মলোটভ যোগদান করতে এলেন। মলোটভ কোন পূর্ব শর্ত মেনে নিয়ে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এক অতিজাতিক পরিকল্পনা সংস্থার কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়ার অর্থ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য দেশের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া। এছাড়া ইওরোপীয় অর্থনীতির ওপর মার্কিন পুঁজি ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, মলোটভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে

*মলোটভ কর্তৃক মার্শাল পরিকল্পনা প্রত্যাখান*

শাল পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পূর্ব ইওরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস পরিমণ্ডলকে মার্শাল পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রভাব থেকে দূষণমুক্ত করার জন্য শীঘ্রই কমিনফর্ম নামে একটি সমাজতান্ত্রিক আন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা স্থাপিত হ'ল (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রী:)। এর পাশাপাশি রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপের বিশেষত ফ্রান্স, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সরকার-বিরোধী জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন শুরু করার নির্দেশ দেয়।

**মার্শাল পরিকল্পনার রূপায়ণ ঃ** মার্শাল পরিকল্পনার রূপায়ণের দু'টি বিশেষ দিক ছিল—একদিকে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতিবিধান এবং অন্যদিকে মার্কিন আর্থিক সহায়তা। ১৬টি ইওরোপীয় দেশ ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (European Economic co-operation অর্থাৎ OEEC) নামে একটি আন্তরাষ্ট্রীয় যৌথ কাঠামো গঠন করে। এই সংস্থা ইওরোপীয় পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী (European Recovery Programme) পেশ করে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যয় ধরা হ'ল ৩৩ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ১৭ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেস ১৩ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে এবং ইওরোপের আর্থিক সংহতি বিধানের জন্য Economic Co-operation Act (1948) পাস করা হয়। এই অর্থ অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রশাসন (ECA)-র হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছরে আর্থিক পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী রূপায়ণে মোট ১২ বিলিয়ন ডলার অর্থ নিয়োজিত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী এই অর্থের অর্ধেক অংশ পায় (ব্রিটেন ৩.২ বিলিয়ন, ফ্রান্স ২.৭ বিলিয়ন, ইতালী ১.৫ বিলিয়ন, পশ্চিম জার্মানী ১.৪ বিলিয়ন)।

*অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী*

**মার্শাল পরিকল্পনার সাফল্য ঃ** অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই দিক দিয়েই মার্শাল পরিকল্পনা তার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছিল। প্রথমত, ইওরোপের অর্থনৈতিক জীবনে হতাশা ও মন্দাভাব কেটে গেল। ইওরোপের উৎপাদনের মাত্রা প্রাক্‌যুদ্ধ স্তর অতিক্রম করে শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পেল। ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। ফ্রান্সের মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা প্রতিহত হ'ল এবং জার্মানির উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের স্তরে উন্নীত হ'ল। পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ ১২ বিলিয়ন ডলার থেকে দুই বিলিয়ন ডলারে নেমে এল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এই সময় ইওরোপীয় শিল্পোৎপাদন প্রাক্‌যুদ্ধ স্তরের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ ও কৃষি উৎপাদন শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আর্থিক স্থিতাবস্থার সূত্র ধরে সমাজজীবনেও স্থিতিশীলতা ফিরে এল, বিধ্বস্ত শহরগুলির পুনর্নির্মাণ কর্মসূচী শুরু হ'ল। আশ্চর্যের কথা চার বছরব্যাপী অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে মার্কিন সহায়তার পরিমাণ মার্কিন জাতীয় আয়ের এক ভগ্নাংশ মাত্র ছিল, ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট মদ্যপান সংক্রান্ত ব্যয়ের (liquor bill) চেয়েও কম ছিল।

পশ্চিম ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কম লাভবান হয়নি। পরিকল্পনা অনুসারে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির আমদানির দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিল এবং এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি দ্রুততালে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই আতলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরের দেশগুলির মধ্যে আর্থিক যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বলা যায়, যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য অর্থনীতির অগ্রগতিতে বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থার যথা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF)-র বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে বহুমাত্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনা হ'ল এবং নতুন বিনিময় হার ধার্য করা হ'ল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলার প্রধানতম বিনিময় মুদ্রার স্থান অর্জন করে।

আলোচ্য সময়ে মার্কিন উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোয় সংহতি সাধনের জন্য শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ সংস্থা (General Agreement on Tariffs and Trade বা GATT) গঠিত হয় (১৯৪৭ খ্রীঃ)। এই সংস্থার উদ্যোগে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা শিথিল করা হয় এবং এর ফলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বার্ষিক শতকরা সাতভাগ হারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিম ইওরোপের ভারসাম্য সুনিশ্চিত হ'ল। সাম্যবাদী অভ্যুত্থানের আশঙ্কা থেকে ইতালী ও ফ্রান্স মুক্তি পেল এবং অ-কমিউনিস্ট দলগুলির ক্ষমতা সুসংহত হ'ল।

মার্শাল পরিকল্পনা তার লক্ষ্য পূরণে সফল হ'লেও এই পরিকল্পনার ফলে ইওরোপীয় মহাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি দু'টি সুস্পষ্ট বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ঠাণ্ডালড়াই রাজনীতির মাত্রা ঘনীভূত হয়। তাই মার্শাল পরিকল্পনা সামগ্রিক বিচারে বিশ্ব রাজনীতির পক্ষে শুভ হয় নি। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও বলা যায় যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করা হয়েছিল। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিকভাবেই অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আগ্রহী ছিল, তাহলে এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যপ্রদানের জন্য কোন বিকল্প কাঠামো না গড়ে তুলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থসামাজিক বিষয় সংক্রান্ত সংস্থার হাতে ঐ অর্থ নিয়োজিত করতে পারত। এছাড়া, পশ্চিম ইওরোপের আর্থিক দুর্দশা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের অবসানের পর থেকেই প্রকট হয়ে উঠেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্র পরিচালকরা কেন দু'বছর কালবিলম্ব করলেন সে বিষয়ে সন্দেহ জাগতে পারে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত প্রভাব খর্ব করার জন্য যে নীতি ঘোষণা করে তা বলবৎ করার জন্যই আর্থিক সহায়তা দানের বিষয়টি জরুরী হয়ে উঠেছিল। এককথায় মার্শাল পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক সাহায্যদানের আবরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত-বিরোধী পদক্ষেপ।

**ইওরোপীয় নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গীকার ও ন্যাটো গঠন ঃ** ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই ইওরোপ দু'টি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নেতৃত্বাধীন দু'টি প্রভাবাধীন অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আঞ্চলিক সামরিক গোষ্ঠী গঠনের দিকে সচেষ্ট হয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিনফর্ম নামে একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা গঠন করে। পূর্ব ইওরোপের একমাত্র অকমিউনিস্ট রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ায় বহুদলীয় সরকারের অবসান ঘটে এবং একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়। এছাড়া পশ্চিম ইওরোপের নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নটি জরুরি বিবেচিত হ'ল। মহাদেশীয় ইওরোপের সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সন্দেহাতীত। কোন যুদ্ধ বাধলে সমগ্র পশ্চিম ইওরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়বে। তাই পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যৌথ সামরিক ব্যবস্থা গঠন ও মার্কিন সামরিক সহায়তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হ'ল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আতলান্টিক উভয়কূলে যৌথ নিরাপত্তার জন্য সামরিক জোট গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। তবে ইতিপূর্বেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে ফ্রান্স ও ব্রিটেন ডানকার্কের চুক্তি সম্পাদন করে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল। ঠিক এক বছর পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ল্যাক্সেমবুর্গ এই পাঁচটি রাষ্ট্র মিলে ব্রাসেলস্ প্যাক্ট (Brussels Pact) যৌথ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির মূল বক্তব্য হ'ল চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি যে কোন চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রের ওপর বৈদেশিক আক্রমণ যৌথভাবে প্রতিরোধ করবে। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল পঞ্চাশ বছর। একই

*ব্রাসেলস্ চুক্তি*

সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বাধ্যতামূলক সামরিক ব্যবস্থা (Canscription) প্রবর্তনের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন চাইলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই দু'টি পদক্ষেপ একে অন্যের পরিপূরক ছিল। ব্রাসেলস্ চুক্তিতে পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির যৌথ প্রতিরক্ষার জন্য অঙ্গীকার করা হয় এবং ট্রুম্যানের প্রস্তাবে ঐ প্রতিরক্ষা কর্মসূচীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগসূত্র স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিল। অধ্যাপক স্পেনিয়ার (Spanier) মনে করেন ব্রাসেলস্ প্যাক্ট অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত সংস্থা (OEEC) এর সমতুল ছিল। দু'টি ক্ষেত্রেই পশ্চিম ইওরোপ প্রথমে উদ্যোগ নেয়, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিন অবরোধ সংগঠিত করায় (জুন, ১৯৪৮ খ্রীঃ) ইওরোপের নিরাপত্তা ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন হ'ল। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সেনেটে রিপাবলিকানভুক্ত দলের নেতা আর্থার ভ্যাণ্ডেনবার্গ (Arthur Vandenberg) একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন (১১ই জুন, ১৯৪৮ খ্রীঃ)। এই প্রস্তাব ভ্যাণ্ডেনবার্গ প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমেরিকার বাইরে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যৌথ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দেওয়া হ'ল। সেনেটর আর্থার ভ্যাণ্ডেনবার্গ মার্কিন সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবটি মার্কিন বৈদেশিক নীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সূচিত করে। এতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি অনুসারে শুধুমাত্র পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত দু'টি আমেরিকা মহাদেশের নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, কিন্তু অন্যত্র সচেতনভাবে হস্তক্ষেপ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে এসেছিল। অবশ্য দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু শান্তির সময়ে সক্রিয়ভাবে আমেরিকা মহাদেশের বাইরে সামরিক জোটে সংশ্লিষ্ট হবার আর নজির নেই। অধ্যাপক উইলিয়াম কেলর এইজন্য ভ্যাণ্ডেনবার্গ প্রস্তাবকে 'মনরো নীতির লঙ্ঘনকারী' বলেছেন (The Vandenberg Resolution in effect repudiated the Monroe Doctrine and its guiding principle of hemispheric exclusivity by affirming Washington's willingness to join the Western European regional security system.—The Twentieth century World. পৃঃ ২৮৪)। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল উত্তর আতলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO) গঠিত হ'ল। প্রথমে বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, পর্তুগাল, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্য হয়। পরে তুরস্ক ও পশ্চিম জার্মানিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্কিন সেনেট ৮২-১৩ ভোটে এই চুক্তি অনুমোদন করে। আশ্চর্যের কথা ত্রিশ বছর পূর্বে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন সেনেট রাষ্ট্রপতি উইলসনের উত্থাপিত জাতিসঙ্ঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের বিষয়টি বাতিল করে দেয়। কিন্তু এখন মার্কিন হস্তক্ষেপের স্বপক্ষেই মার্কিন সেনেট রায় দেয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, ইতিপূর্বেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর মার্কিন সেনেট রিও (RIO PACT) চুক্তি নামে একটি আঞ্চলিক সামরিক জোট-এ যোগদানের বিষয়ে অনুমতি দিয়েছিল।

উত্তর আতলান্টিক চুক্তিসংস্থা বা ন্যাটো একটি যৌথ সামরিক এবং প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে উত্তর আতলান্টিক পরিষদ (North Atlantic Council) গঠিত হয়। সামরিক নীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা (Defence Planning Committee) কমিটির ওপর। ন্যাটোর প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য একটি সচিবালয় গঠন করা হয় এবং মহাসচিব হলেন এর কর্ণধার। ন্যাটোর সকল সদস্য রাষ্ট্রের বাহিনীর প্রধানরা বা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ন্যাটোর

সামরিক কমাণ্ড গঠিত হয়েছে। এই কম্যাণ্ডের চারটি ভাগ রয়েছে—ইওরোপীয় কম্যাণ্ড, সামুদ্রিক কম্যাণ্ড, উপকূল কম্যাণ্ড এবং কানাডা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক পরিকল্পনা গোষ্ঠী।

*ন্যাটোর সাংগঠনিক বিন্যাস*

প্রখ্যাত মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার ন্যাটোর সুপ্রিম-অ্যালায়েড কমাণ্ডার বা সর্বোচ্চ অধিনায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ন্যাটোর অনুসৃত নীতি 'অগ্রগামী রণকৌশল' (The Forward Strategy) নামে পরিচিত। এর বক্তব্য হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোণঠাসা করে রাখা এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির অন্তর্বর্তী সীমারেখা দু'টি সামরিক বলয়ের বিভাজন রেখা রূপে মেনে নেওয়া হ'ল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোনমতেই এই বিভাজনরেখা অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিম জার্মানিকে পুনরায় সমরসজ্জার সুযোগ দেওয়া হ'ল এবং তাকে ন্যাটোর সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (১৯৫৫ খ্রীঃ)।

ন্যাটো বা উত্তর আতলান্টিক সামরিক সংস্থার কয়েকটি স্বার্থবিরোধী দিক ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, যদিও এই সংস্থাটি আতলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইতালী, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির কেউই ভৌগোলিক অর্থে আতলান্টিক রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত নয়। এছাড়া আতলান্টিক তীরস্থ স্পেনকে এই সংস্থার সদস্যরূপে নেওয়া হয়নি। অবশ্য ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে স্পেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাদাভাবে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল। সুইডেন ও আয়ারল্যাণ্ড এই সংস্থার সদস্যপদ নিতে চায়নি। দ্বিতীয়ত, সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐতিহ্যগত ও আদর্শগত সংহতি ছিল না। ইতালী ও জার্মানী এই দু'টি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে এই সংস্থা গঠিত হয়। প্রত্যেকেই সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। অধ্যাপক উইলিয়াম কেলর মন্তব্য করেছেন, "The Atlantic alliance was forged not by a common devotion to shared beliefs but rather by the sentiments of danger." তৃতীয়ত, এই সংস্থা নীতি নির্ধারণ ও সামরিক ও আর্থিক সহায়তার দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। তাই কাগজে-কলমে যৌথ সামরিক ব্যবস্থা বলা হ'লেও এই সংস্থা ছিল মার্কিন-কেন্দ্রিক। চতুর্থত, পরবর্তী কালে এই সংস্থার সংহতি রক্ষা করা যায়নি। জার্মানিকে সামরিকীকরণের প্রশ্নে ফ্রান্সের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতবিরোধ দেখা যায় এবং ফ্রান্স বিকল্প কাঠামো গঠনে উদ্যোগী হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইওরোপীয় প্রতিরক্ষাগোষ্ঠী (European Defence Community) গঠিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, ন্যাটো সর্বদা ঐক্যবদ্ধ সামরিক জোটের ভূমিকা পালন করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র ইওরোপে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধে আগ্রহী ছিল। ন্যাটো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে তার আণবিক অস্ত্রের একচেটিয়া নেতৃত্বকে ব্যবহার করেছিল। ইওরোপের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো সদস্যদের স্বার্থে কোন যৌথ প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করেনি। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করেনি।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে মার্কিন-সোভিয়েত বিরোধী বেষ্টনী নীতি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'দিক থেকেই সোভিয়েত রাশিয়াকে যেমন কোণঠাসা করা সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে পশ্চিম ইওরোপের অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অঙ্গীভূত করা সম্ভব হয়েছিল। এদিক থেকে বিচার করলে মার্কিন নীতিকে সফল হয়েছিল বলা যায়। কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যেমন ইওরোপে সাম্যবাদ-

বিরোধী বেষ্টনী নীতি (Policy of Containment) যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছিল, অন্যদিকে এই নীতির স্ববিরোধী চরিত্রও প্রতিভাত হয়েছিল। প্রথমত, মার্কিন প্রতিরোধ নীতির সাফল্য নির্ভরশীল ছিল পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রাধান্যের ওপর। কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে মার্কিন সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিযোগিতার প্রয়োগ সম্মুখীন হ'ল। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্যবাদ-বিরোধী বেষ্টনী নীতির ভৌগোলিক পরিধি ইওরোপে সীমাবদ্ধ ছিল কেননা সোভিয়েত রাশিয়া ছিল প্রধানতম সাম্যবাদী রাষ্ট্র এবং তার প্রভাবাধীন অঞ্চল ছিল ইওরোপকেন্দ্রিক। কিন্তু চীনে কুয়ো-মিং তাং নেতৃত্বের শোচনীয় ব্যর্থতা ও মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদী চীনের আত্মপ্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেষ্টনী নীতির পরিধি এশিয়ায় প্রসারিত করল। কোরিয়ার যুদ্ধকে (১৯৫০-৫৩ খ্রীঃ) কেন্দ্র করে মার্কিন বেষ্টনী নীতি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হ'ল।

বেষ্টনী নীতির সামরিকীকরণ ঃ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড্যানিয়েল ইয়ারগিন (Yergin) -এর মতে যুদ্ধোত্তর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্র (National security state) -এর চরিত্র ধারণ করেছিল। রাষ্ট্রপতির বিশেষ উপদেষ্টা ক্লার্ক ক্লিফোর্ড ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এক রিপোর্টে সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এক বছর পর নতুন প্রতিরক্ষা আইন বলবৎ হয়। এর মাধ্যমে একটি সুসংহত প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Central Intelligence Agency) গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু প্রথমে মার্কিন কংগ্রেস পশ্চিম ইওরোপের প্রতিরক্ষা বিধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের পক্ষপাতি ছিল না। উত্তর আতলান্টিক সামরিক চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন সেনেট ইওরোপে বিশাল মার্কিন সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে চায় নি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করার পর এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয়। ইতিমধ্যে চীনে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর সাম্যবাদ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের নীতি বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। জোসেফ ম্যাকার্থি দেশজুড়ে সাম্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক প্রচার ও বিদ্বেষ শুরু করায় মার্কিন নীতি নির্ধারকগণ বেষ্টনী রণকৌশল আরও কার্যকর করতে সচেষ্ট হলেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ৬৮তম প্রস্তাবে (NSC 68) মার্কিন নীতির মৌলিক রূপান্তর ঘটে। অধ্যাপক রিচার্ড ক্রকেট এই প্রস্তাবকে ট্রুম্যান ঘোষণার মতই গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন (The Fifty years War, পৃঃ ৮২-৮৩)।

৬৮নং প্রস্তাব ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে উপস্থাপিত হয় এবং সেপ্টেম্বরে অনুমোদিত হয়। এই প্রস্তাবের পরিধি ছিল বিশ্বজনীন এবং প্রায়োগিক দিক থেকে এর চরিত্র ছিল সামরিক (NSC 68 was explicitly global in scope and military in application—ক্রকেট, পৃঃ ৮৩)। এই প্রস্তাব অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার ভূমিকা হবে গৌণ, সামরিক আয়োজন ও তৎপরতা প্রাধান্য পাবে। প্রসঙ্গত বলা যায় জর্জ কেন্নান কর্তৃক উপস্থাপিত বেষ্টনীতত্ত্ব রাজনৈতিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল—এখন সামরিকীকরণ বেশী গুরুত্ব পেল।

**পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ** স্টালিন পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত অনুগত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলবৎ করেই সন্তুষ্ট হন নি। নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দু'টি সুস্পষ্ট দিক ছিল—অর্থনৈতিক ও সামরিক। রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতি বিধানের জন্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পারস্পরিক আর্থিক সহায়তা পরিষদ (Council for Mutual Economic Assistance) গঠিত হ'ল। এই সংস্থা সংক্ষেপে কমেকন (Comecon) অথবা সি. এম. ই. এ. (CMEA) নামে পরিচিত। মার্শাল পরিকল্পনার টোপ থেকে পূর্ব ইওরোপের অনুগামী দেশগুলিকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়। বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে সোভিয়েত ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হ'ল। দ্রুত শিল্পায়নের নীতি গৃহীত হ'ল এবং কৃষিব্যবস্থায় যৌথ খামার ব্যবস্থার নীতি (Collectivization) অনুসৃত হ'ল। অর্থনৈতিক সংহতির পাশাপাশি পূর্ব ইওরোপের অনুগত রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সামরিক দিক থেকে নির্ভরশীল করে তোলার পদক্ষেপ গৃহীত হ'ল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে মার্শাল রোকোসোভস্কি (Rokossovosky)-কে পোল্যাণ্ডে পাঠানো হ'ল। এরপর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সামরিক সংহতি কমিটি (military Co-ordination Committee) গঠিত হ'ল। সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এই সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। পূর্ব ইওরোপের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হ'ল তাতে অনুগামী রাষ্ট্রগুলিকে ১.৫ মিলিয়ন সৈন্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

... ইউনিয়ন ও তৃতীয় বিশ্ব।

(১) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতি ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী নীতির সম্মুখীন হয়। একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ব্যয় ভার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানিকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠনের তৎপরতা শুরু হয়। মার্কিন জঙ্গী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact) গঠন করেন। এই চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রগুলি হ'ল বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই চুক্তি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫১নং ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গঠিত হয়। চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রদের একটি যৌথ সামরিক বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব-ইওরোপের দেশগুলির ওপর সোভিয়েত কর্তৃত্ব বজায় রাখার পক্ষেও এই চুক্তি সহায়ক হয়।

ইতিমধ্যে রাশিয়া পশ্চিমী শিবিরের তিনটি রাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

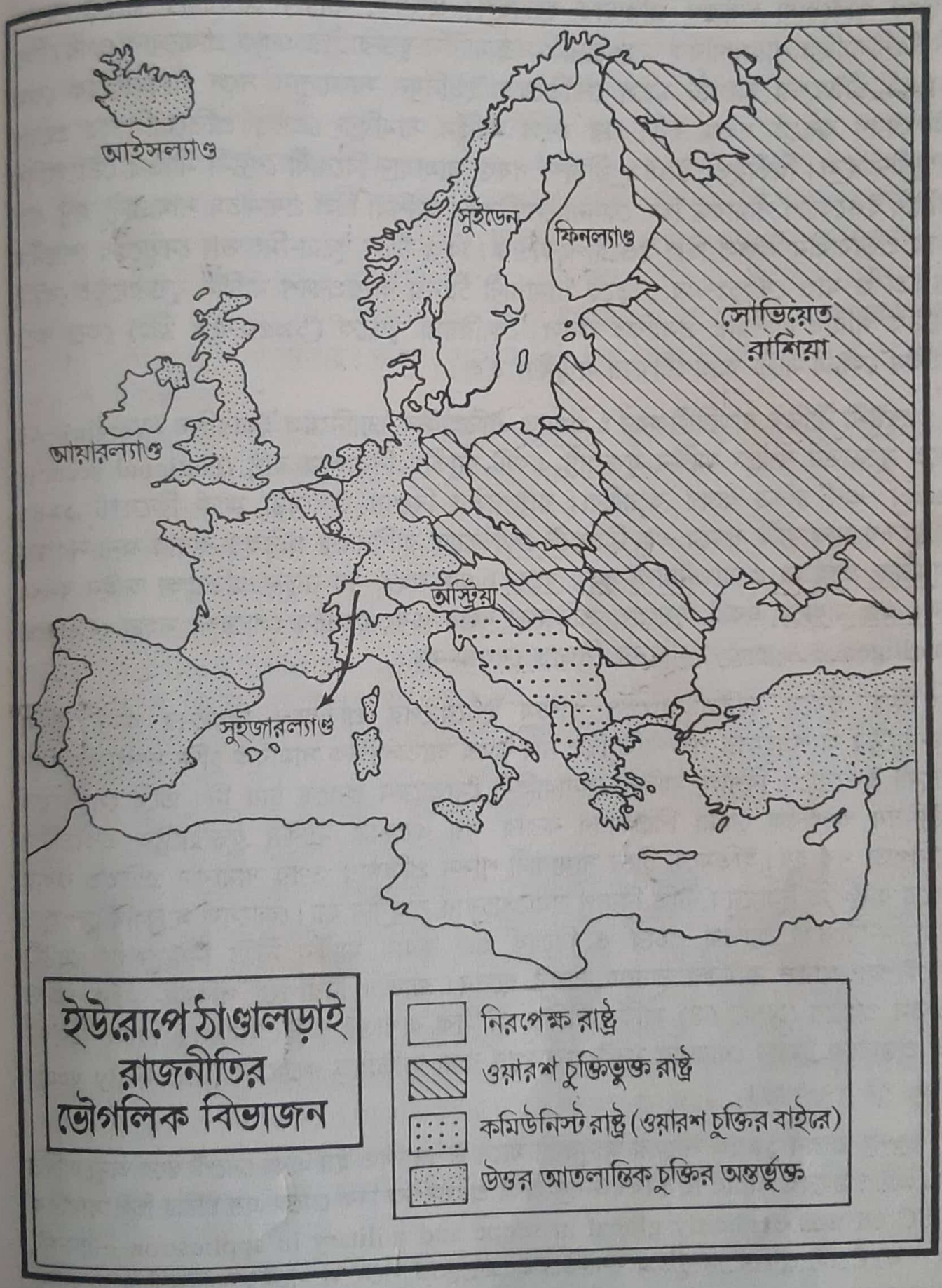
আইসল্যাণ্ড
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
সোভিয়েত রাশিয়া
আয়ারল্যাণ্ড
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যাণ্ড
ইউরোপে ঠাণ্ডালড়াই রাজনীতির ভৌগলিক বিভাজন
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র
কমিউনিস্ট রাষ্ট্র (ওয়ারশ চুক্তির বাইরে)
উত্তর আতলান্তিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত